চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে- মেয়র

৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কাপাসগোলা কলেজে
নান্দনিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে

চট্টগ্রাম-০৩ মার্চ-২০১৯ইংরেজী।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন বলেছেন কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ ও ক্যাম্পাসকে দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর, আধুনিক ও বিশ্বমানের ক্যাম্পাসে রূপান্তরের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এ পরিকল্পনা আগামী দু"বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এখানে বহুতল বিশিষ্ট দু"টি ভবণ নিমিত হবে। তখন আর স্কুল ও কলেজের শ্রেনীকক্ষ সংকট থাকবে না। শুধু তাই নয়,জনগুরুত্ব বিবেচনা করে এ কলেজে ছাত্রীদের জন্য আবাসনেরও ব্যবস্থা করা হবে। তারই ধারাবাহিকতায় এ কলেজে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সমন্বিত একটি ভবণ নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ,নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় কাউন্সিলর সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু ,পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মনজুর হোসেন ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। সভায় কলেজের অধ্যক্ষ মনোয়ার জাহান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নাসরীন আকতার,এস.এম.শহীদুল ইসলাম,মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল কালাম এবং কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ স্কুল ও প্রাইমারী পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এই সময় উপস্থিত ছিলেন। সিটি মেয়র বলেন শিক্ষা-গবেষণার জন্য প্রয়োজন মনোরম ও নান্দনিক পরিবেশ। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন ও মনোরম পরিবেশ মানুষের মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং শরীরকেও রাখে রোগমুক্ত। তিনি বলেন, এ বাস্তবতাকে ধারণ করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্টান ও ক্যাম্পাসকে নান্দনিক পরিবেশে রূপ দেয়ার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে । এই প্রসংগে সিটি মেয়র বলেন শিক্ষার মান্নোয়নের মাধ্যমে দেশকে আরো অনেক দুর পাড়ি দিতে হবে। সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করে ভালো মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে তৈরী করতে হবে। সততা,দেশপ্রেম ও নৈতিকতা এই বোধগুলো তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। মেয়র আরো বলেন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পড়াশুনার অংশ । প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার সাথে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে হবে। শারীরিক,মানসিক ও আত্মিক সুস্থতার জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শরীরচ্চা -ক্রীড়া জ্ঞানচ্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড শিক্ষার্থীদের মনের দরজা ও জানালা খুলে দেয়। এই প্রসংগে মেয়র প্রাতিষ্টানিক শিক্ষার পাশাপাশি সাস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাঝে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি শক্ত ভিত গড়ে উঠে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং তাদের মননশীলতার বিকাশ ঘটবে বলে তিনি মনে করেন। পরে মেয়র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ওয়াসার কাছে চসিকের পাওনা ও প্রাপ্তি নির্নয়ের জন্য ৪ সদস্য কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম-৩ মার্চ-২০১৯ ইংরেজী।

নগরীর পানি সরবরাহের জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসার কাছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণের বকেয়া টাকা ও পাওনা ও প্রাপ্তি নির্নয়ের জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা মো. সাইফুদ্দিন আহমদ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু ছালেহ এবং ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাকসুদ আলম ও মো. আরিফুল ইসলাম। তারা ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার ক্ষতিপূরণের তালিকা নির্নয় করে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিকট হস্তান্তর করবেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহে উচ্চ পর্যায়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকে দুই সংস্থার উন্নয়ন কাজ সমন্বয় সাধনের জন্য রোড ম্যাপ তৈরি করা হবে। আজ রোববার সকালে কর্পোরেশনের কনফারেন্স হলে কর্পোরেশন ও ওয়াসার মধ্যে একটি দ্বি-পক্ষীয় সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ, ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী এয়াকুব সিরাজদ্দৌল্লা এবং কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আনোয়ারা হোসেন, কামরুল ইসলাম, মনিরুল হুদা, সুদীপ বসাক, অসীম বড়ুয়া, শাহীনুল ইসলাম চৌধুরী, আবু সাদাত মো. তৈয়ব, ফারজানা মুক্তা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মেয়র বলেন, নগরীতে ওয়াসাসহ বিভিন্ন সেবা সংস্থার চলমান উন্নয়ন কাজের জন্য নগরবাসীর সাময়িক দুর্ভোগ হচ্ছে। বর্ষার পূর্বে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে ফেলার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা নগরীর যে সব সড়কে সংযোগ লাইন স্থাপনের কাজ করছে তা দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের কাজ যাতে আগে শেষ করে। ওয়াসা তাদের কাজ সম্পন্ন করলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সড়কগুলো মেরামতের কাজ করবে। তিনি চলমান উন্নয়ন কাজের কারণে সাময়িক দুর্ভোগের জন্য নগরবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি নাগরিক জীবনকে স্বাভাবিক রাখতে। মেয়র ওয়াসার কাজ সম্পন্ন হওয়া সড়কগুলো দ্রুত মেরামতে চসিকের প্রকৌশলীদের নির্দেশ দিয়ে বলেন সংস্কার কিংবা মেরামতকৃত রাস্তা আগামী ১ বছরের মধ্যে কর্তন করার সুযোগ থাকবে না। এ ব্যাপারে তিনি নগরীর সকল সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার জন্য চসিক প্রকৌশলীদেরকে নির্দেশনা দেন। সভায় কর্পোরেশন ও ওয়াসার মধ্যে যৌথভাবে ওয়াসার কাটা সড়কগুলোর ক্ষতিপূরণ পরিমাপের সিদ্ধান্ত, মে মাসের মধ্যে ওয়াসার চলমান আগ্রাবাদ এক্সেস রোডের কাজ ও ডি সি রোডের কাজ দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও কর্পোরেশনের যে সব সড়কে এডিপি'র প্রকল্প রয়েছে, সেসব সড়কে ওয়াসার সংযোগ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হলে উন্নয়ন কাজ করা হবে বলে জানানো হয়।

সংবাদদাতা

রফিকুল ইসলাম

জনসংযোগ কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন